দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৭... ......

অর্জিত জ্ঞান কম আলোকিত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে

ইউডার সমাবর্তনে নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান সমাজের কম আলোকিত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে প্রজ্ঞা ও মেধাকে ব্যবহার করতে হবে যেন সাধারণ মানুষ প্রাণে সাহস পায়। দেশপ্রেম, সততা আর নিষ্ঠার মাধ্যমে তা করতে হবে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভের (ইউডা) ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এমাজউদ্দীন আহমদ। অন্যদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান, ইউডার উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম শরীফ, ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক মুজিব খান ও উপ-উপাচার্য ড. আহমদ উল্লাহ মিয়া বক্তব্য রাখেন। সমাবর্তনে স্নাতক পর্যায়ে ৮৫৯ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৭৭০ শিক্ষার্থীকে ডিগ্রী দেয়া হয়।

কৃতিত্বপূর্ণ ফলের জন্য এক শিক্ষার্থীকে চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক, ছয়জনকে উপাচার্য এ্যাওয়ার্ড এবং ১৪ জনকে ডিনস এ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান করতে হবে। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সৃষ্ট জ্ঞান জাতির মৌলিক ও বিশেষ সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে পারে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সে ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ জন্য বিষয় বাছাই, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি অব্যাহতভাবে উন্নত ও যুগোপযোগী করতে হবে।

তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এমন মানবসম্পদ সৃষ্টি যারা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির চেতনায় লালিত হয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। যাদের চিন্তায় থাকবে সৃষ্টিশীলতা, উদার নৈতিকতা, মানবপ্রেম ও বিজ্ঞানমনস্কতা। উচ্চশিক্ষা যাতে কেবল সীমাবদ্ধ আনুষ্ঠানিক বিদ্যায় পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করা। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। বছরের শুরুতে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দেয়া হচ্ছে। সারাবিশ্বে এটা অতুলনীয় উদাহরণ। বই বিতরণের উদ্দেশ্য সকল শিক্ষার্থীকে স্কুলে নিয়ে আসা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যোপযোগী করার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা কমিশন আইন তৈরি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উচ্চশিক্ষার মান আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন সংসদে পাস হয়েছে।